

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের উদ্ভাবনী উদ্যোগ

অ্যাক্সেস কন্ট্রোল সিস্টেম উইথ ফেইস রিকগনিশন এন্ড টেম্পারেচার মেজারমেন্ট

COVID-19 মহামারি মোকাবেলায় মাস্ক পরিধান ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা অত্যাবশ্যিক। সেতু ভবনে আগত কর্মকর্তা-কর্মচারী ও দর্শনার্থীদের দেহের তাপমাত্রা পরিমাপও জরুরী। সেতু ভবনে ইতোপূর্বে ব্যবহৃত বায়োমেট্রিক অ্যাক্সেস কন্ট্রোল সিস্টেমটিতে আঙ্গুলের ছাপ ও ৩ ইঞ্চি দূর হতে কার্ডের মাধ্যমে উপস্থিতি গ্রহণ করা হতো যাতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা সম্ভব হতো না। এক্ষেত্রে স্পর্শবিহীন অ্যাক্সেস কন্ট্রোল সিস্টেম অত্যন্ত সহায়ক। এমতাবস্থায়, অফিসের স্বাভাবিক কাজকর্ম ও নিয়মকানুন চালু রাখার জন্য প্রথমবারের মতো সেতু ভবনের প্রবেশদ্বারে অ্যাক্সেস কন্ট্রোল সিস্টেম উইথ ফেইস রিকগনিশন ও টেম্পারেচার মেজারমেন্ট সিস্টেম চালু করা হয়। এই সিস্টেমে ২-৩ ফুট দূরত্ব বজায় রেখে চেহারা চিহ্নিত করনের মাধ্যমে উপস্থিতি গ্রহণ করা সম্ভব হয় ও স্বয়ংক্রিয়ভাবে দরজা খুলে যায়। মাস্ক পরিধান না করলে সিস্টেমটি সতর্কীকরণ বার্তাসহ সংকেত প্রদান করে ও দরজা বন্ধ অবস্থায় থাকে। এছাড়া এতে দেহের তাপমাত্রা পরিমাপের সুযোগ রয়েছে। শরীরের তাপমাত্রা ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস অতিক্রম করলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সতর্কবার্তা বেজে উঠবে ও দরজা উন্মুক্ত হবে না। এতে স্বাস্থ্য সচেতনতা ও ব্যক্তিগত সুরক্ষা তথা সামগ্রিক অফিসের সুরক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কোভিড সংক্রমণের ঝুঁকি হ্রাস পেয়েছে।



চিত্র: পূর্বের পদ্ধতি



চিত্র : বর্তমান পদ্ধতি

সেতু ভবনের বিদ্যুৎ খরচ সাশ্রয়কল্পে Motion Detection Sensor স্থাপন

বিদ্যুৎ ব্যয় সাশ্রয়ের লক্ষ্যে সেতু ভবনে Motion Detection Sensor স্থাপন করা হয়েছে। সেতু ভবনে প্রতিদিন লাইট সিস্টেম ব্যবহার করে অফিস চালনা করতে হয়। অফিসে ম্যানুয়াল পদ্ধতি ব্যবহার করে লাইট সিস্টেম অন-অফ করার প্রয়োজন হয়। ব্যস্ততা অথবা ভুলে অনেক সময় লাইট অন করেই অনেকে অফিস কক্ষ ত্যাগ করতে পারেন। ফলে মাস শেষে অত্যধিক বিদ্যুৎ বিল আসে। Motion Detection Sensor স্থাপন করার পূর্বে সেতু ভবনে জানুয়ারি/২০২১ মাসে বিদ্যুৎ বিল ৮,৯৪,৭৬৩ টাকা হয়। উক্ত সিস্টেম স্থাপনের পরে ফেব্রুয়ারি/২০২১ মাসে বিদ্যুৎ বিল ৫,৮৬,৪০৪ টাকা হয়। ফলে বিদ্যুৎ বিলের সাশ্রয় আনুমানিক ৩৫%। অপ্রয়োজনীয় বিদ্যুতের অপচয় রোধে Motion Detection Sensor গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

	পূর্বের অবস্থা (জানুয়ারি/২০২১)	বর্তমান অবস্থা (ফেব্রুয়ারি/২০২১)
বিদ্যুৎ বিল (টাকা)	৮,৯৪,৭৬৩	৫,৮৬,৪০৪

উৎসে আয়কর ও ভ্যাট পরিশোধের প্রত্যয়নপত্র অনলাইনে প্রদান

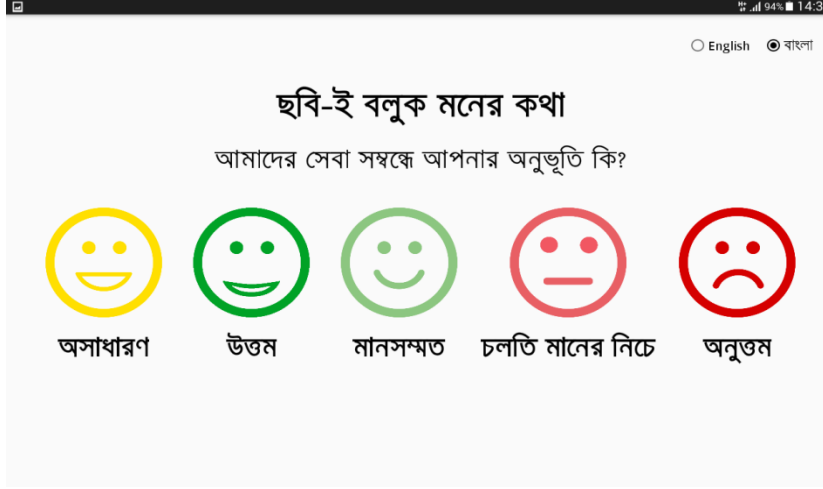
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিভিন্ন ঠিকাদার বা সেবা প্রদানকারীর অনুকূলে পরিশোধিত বিল হতে বিধি অনুযায়ী উৎসে আয়কর ও ভ্যাট কর্তন করা হয়। উক্ত আয়কর ও ভ্যাট চালানোর মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়ে থাকে। আয়কর ও ভ্যাট পরিশোধের প্রমাণস্বরূপ ঠিকাদার বা সেবা প্রদানকারীকে প্রত্যয়নপত্র প্রদান করা হয়। এই প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহের জন্য তাদের একাধিকবার অফিসে আসতে হয়। একাধিকবার অফিসে যাতায়াত করতে তাদের সময় ও অর্থ ব্যয় হয়।

ঠিকাদার বা সেবা প্রদানকারীগণ যাতে সহজেই এই সেবা পেতে পারেন সেজন্য **ERP Software** ব্যবহার করা হচ্ছে। এই সফটওয়্যারের দ্বারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রত্যয়নপত্র প্রস্তুত করে ই-মেইলের মাধ্যমে সরাসরি ঠিকাদার বা সেবা প্রদানকারীর নিকট প্রেরণ করা হয়। এই ব্যবস্থার ফলে তাদের অর্থ ও সময় ব্যয় করে প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহের জন্য অফিসে আসতে হচ্ছে না।

দর্শনার্থীদের অনলাইন মতামত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা

সেবা প্রদানসহ দপ্তরের সামগ্রিক মান উন্নয়ন একটি বিরামহীন ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। সেবা প্রদানের মান উন্নয়নের জন্য সেবাপ্রার্থীদের মতামত ও পরিবর্তিত প্রয়োজন সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা অপরিহার্য। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সেবাপ্রার্থীদের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির বিষয়গুলো যথাযথ কর্তৃপক্ষকে জানানোর প্রক্রিয়া সময়সাপেক্ষ। বিষয়টিকে সহজ করার জন্য সেতু ভবনে একটি অনলাইন মতামত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা সংযোজন করা হয়েছে। সেতু ভবন থেকে প্রস্থানের সময় একজন সেবাপ্রার্থী বা দর্শনার্থী সেতু ভবনে তার অভিজ্ঞতার বিষয়টি কর্তৃপক্ষকে খুব সহজেই জানাতে পারেন।

সেবাপ্রার্থী/দর্শনার্থীদের অভিজ্ঞতা জানার জন্য অনলাইন মতামত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থার টাচ-স্ক্রিনে **Smiley/Emoticon** এর **5-point Likert Scale** ব্যবহার করা হয়েছে। ট্যাবের টাচ-স্ক্রিনে টাচ করে একজন সেবাপ্রার্থী তার মতামত জানাতে পারেন। সেবাপ্রার্থী যদি সেবায় সন্তুষ্ট না হন সে ক্ষেত্রে তার অসন্তুষ্টির কারণ উল্লেখ করতে পারেন। এছাড়া, যে কোন প্রকার মন্তব্য ও পরামর্শ প্রদান করার সুযোগও রয়েছে। অনলাইন মতামত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থাটি দেশি-বিদেশী সকলের জন্য ব্যবহার্য করার লক্ষ্যে বাংলা ও ইংরেজি উভয় প্রকার ইন্টারফেস রাখা হয়েছে। এই সফটওয়্যারের ব্যাকএন্ডের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষ সেবাপ্রার্থীদের সন্তুষ্টির মাত্রা পরিবীক্ষণ করতে পারছে। ফলে পরিবীক্ষণ ব্যবস্থাটি সেবাদাতাদের আরও তৎপর হতে উদ্বুদ্ধ করছে।



ফাইল ট্র্যাকিং সিস্টেম

জনসাধারণকে সেবা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ সর্বদা সচেতন থাকেন। তবে অনেক সময় নথিপত্র সঠিক ডেস্কে সঠিক সময়ে পৌঁছায় না। ফলে অনাকাঙ্ক্ষিত বিলম্ব ঘটে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে ফাইল misplaced হয়। তখন ফাইলটি খুঁজতে গিয়েও সময়ের অপচয় হয়।

কিক্-অফ মিটিং

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের প্রশাসন উইং-এ কর্ম দিবসের শুরুতে (সকাল ০৯:১০ মি. - ০৯:২০ বা নিকটবর্তী সময়ে) সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা এবং key-staff-দের নিয়ে 'কিক্-অফ মিটিং' এর প্রবর্তন করা হয়েছে। এই সভায় দিনের কর্মসূচীর prioritization-এর মাধ্যমে কাজের গতি বৃদ্ধি করা সম্ভব হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট সকলে এই সভায় উপস্থিত থাকায় সমন্বয়ও বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত কার্যসমূহ সহজে ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে।

সচেতনতামূলক পোস্টার

লিফটের পরিবর্তে সিঁড়ির ব্যবহারকে উৎসাহিত করতে “Burn Calories, Not Electricity” স্লোগানসহ একটি পোস্টার মুদ্রণ করা হয়েছে। লিফটের পরিবর্তে সিঁড়ির ব্যবহার যেমন বিদ্যুৎ সাশ্রয় করে তেমনি কায়িক পরিশ্রম শরীরকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী হওয়ায় এই অভ্যাস পরোক্ষভাবে পরিবেশ বান্ধবও বটে।



অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা

সেবা প্রত্যাশী জনসাধারণ যাতে সহজেই তাদের অভিযোগ বা মতামত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানাতে পারে এজন্য সেতু বিভাগ এবং এর অধীনস্থ সংস্থা বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে Grievance Redress System (GRS) সংযোজন করা হয়েছে। জনসাধারণ অনলাইনে খুব সহজেই এর মাধ্যমে তাদের অভিযোগ/ মতামত/ পরামর্শ জানাতে পারছে।



নিবন্ধন ফর্ম

অভিযোগকারীর নাম *

পিতা/মাতা/স্বামীর নাম *

যোগাযোগের ঠিকানা *

মোবাইল *

ই-মেইল

লগ-ইন আইডি *

পাসওয়ার্ড *

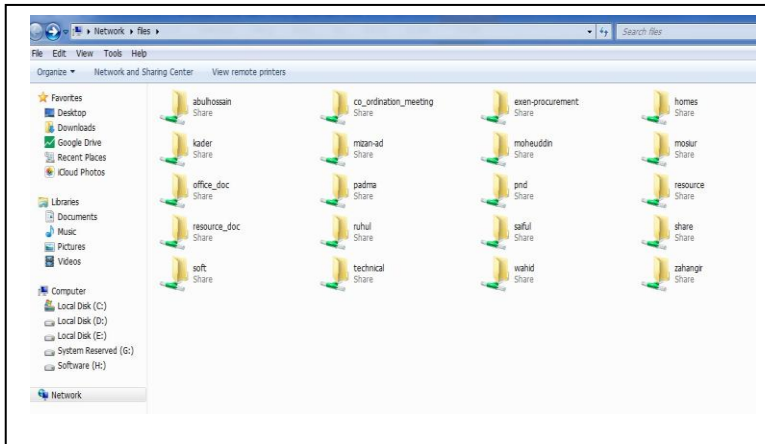
পাসওয়ার্ড নিশ্চিতকরণ *

অভিযোগকারীর ছবি No file selected.

ব্যবহারকারী এই সিস্টেমে লগ-ইন করে রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে তার অভিযোগ বা পরামর্শ জানাতে পারবেন। রেজিস্ট্রেশনের সময় ই-মেইল এ্যাড্রেস বা মোবাইল ফোন নম্বর দিয়ে থাকলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তার ই-মেইল এ্যাড্রেস এবং মোবাইল ফোনে সফলভাবে অভিযোগ/পরামর্শ দাখিল সংক্রান্ত একটি মেসেজ পৌঁছে যাবে। তেমনি পরবর্তীতে তার দাখিলকৃত অভিযোগ কর্তৃপক্ষের নিকট নিষ্পত্তির কোন পর্যায়ে রয়েছেন তাও দেখতে পারবেন। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অভিযোগটি নিষ্পত্তি হওয়ার পর তিনি আরেকটি মেসেজ পাবেন।

শেয়ারড ফোল্ডার (Shared Folder)

বিভিন্ন ধরনের ডকুমেন্টের soft copy সহজে আদান-প্রদানের লক্ষ্যে সেতু বিভাগের LAN server-এ একটি share folder সৃজন করা হয়েছে। এই ফোল্ডারে বিভিন্ন উইং এর নামে পৃথক ফোল্ডার রয়েছে। প্রয়োজনীয় সকল ডকুমেন্ট এবং খসড়া এসব ফোল্ডারে প্রয়োজনানুসারে সংরক্ষণ করা হয়। কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ সহজেই তাদের প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট এই ফোল্ডারের মাধ্যমে শেয়ার করতে পারেন। নিয়মিত সভার নোটিশ, কার্যপত্র, কার্যবিবরণী, প্রতিবেদন এই ফোল্ডারের মাধ্যমে শেয়ার করা হয়। এতে কাগজ ও প্রিন্টিং এর কালি/টোনার সাশ্রয় হচ্ছে।



ইউজড পেপার রিসাইক্লিং বক্স

অনেক সময় আমরা কাগজের কেবলমাত্র একটি পৃষ্ঠাই ব্যবহার করে থাকি। ফলে অন্য পৃষ্ঠাটি অব্যবহৃত থেকে যায়। কাগজের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে সেতু বিভাগে ‘ইউজড পেপার রিসাইক্লিং বক্স’ প্রবর্তন করা হয়েছে। কেবলমাত্র একটি পৃষ্ঠা ব্যবহার করা হয়েছে এমন কাগজগুলো এই বক্সে জমা রাখা হয়। খসড়া প্রিন্টিং এবং অন্যান্য কাজে এই বক্সের কাগজ ব্যবহার করা হয়। ব্যবহারের সুবিধার্থে সেতু ভবনের প্রতিটি ফ্লোরে central LAN printer এর কাছে এই ‘ইউজড পেপার রিসাইক্লিং বক্স’ গুলো স্থাপন করা হয়েছে। এতে করে যেমন কাগজের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে তেমনি কাগজের ব্যবহারও হ্রাস পেয়েছে।

আইডিয়া বক্স

সেতু বিভাগ এবং বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ যাতে নির্দিধায় তাদের ইনোভেটিভ আইডিয়া কর্তৃপক্ষের সাথে শেয়ার করতে পারেন এজন্য সেতু ভবনের বিভিন্ন ফ্লোরে ‘আইডিয়া বক্স’ স্থাপন করা হয়েছে। কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ তাদের যে কোন আইডিয়া লিখে এই বক্সে ফেলতে পারেন। কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট সময় পরপর এসব আইডিয়া বক্স থেকে সংগ্রহপূর্বক যাচাই-বাছাই করে ‘ইনোভেশন কমিটি’র সভায় উপস্থাপন করে থাকে।